দৈনিক ইত্তেফাক

DEC. 08 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ... ৪ ......

মহিলা মাদ্রাসা গড়ার অন্তরায় প্রসঙ্গ

আজ থেকে প্রায় পনেরো বছর আগে মফস্বল এলাকায় দাখিল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার শর্ত দেয়া হয় যে, প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ভূমি থাকতে হবে পঁচাত্তর শতাংশ। দিনের পর দিন মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে জমির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। বর্তমানে মফস্বল ও শহর এলাকায় জমির মূল্যের তেমন পার্থক্য নেই। অথচ শহর এলাকায় ৩৫ শতাংশ আর মফস্বল এলাকায় ৭৫ শতাংশ নিজস্ব ভূমির শর্ত আরোপ করা হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার প্রবল ইচ্ছে থাকলেও জমির পরিমাণ ও অধিক মূল্য প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কথা বলা হলেও মহিলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অপ্রতুল। এমন দেখা যায় যে, চার-পাঁচটি ইউনিয়ন অথবা একটি উপজেলায়ও মহিলা মাদ্রাসা নেই। তাছাড়া দাখিল পর্যায়ের একটি মাদ্রাসা গড়তে হলে ধাপে ধাপে নবম শ্রেণীতে উন্নীত করে পনেরো জন শিক্ষক-শিক্ষিকার বেতন এবং পঁচাত্তর শতাংশ জমির বিধি ব্যবস্থাসহ যাবতীয় শর্ত পূরণ করতে ইউনিয়ন থেকে আরম্ভ করে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডসহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ধরণা দিতে হয়। নবম শ্রেণী খোলার অনুমতি পাওয়া গেলেও দশম শ্রেণীর কেন্দ্রীয় পরীক্ষার পর পর তিন বছর সন্তোষজনক ফলাফল না থাকলে প্রাথমিক স্বীকৃতি মেলে না। অনেক সাধ্য-সাধনার পর স্বীকৃতি পাওয়া গেলেও সরকার প্রদত্ত বেতন পেতে পেতে দশ-বারো বছর জীবন থেকে খসে যায়। দাখিল মহিলা মাদ্রাসা গড়তে হলে এবতেদায়ী প্রথম শ্রেণী থেকে দাখিল দশম শ্রেণী পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে পাঠ্য বই বিনা মূল্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা প্রয়োজন এবং দাখিল ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দাখিল দশম শ্রেণী পর্যন্ত উপবৃত্তি প্রদান না করলে শিক্ষার্থীদের ধরে রাখা সম্ভব হবে না। পরিশেষে, সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে বিনীত আবেদন এই যে, দাখিল অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মহিলা মাদ্রাসা খোলার স্বীকৃতি ও বেতন দেয়ার পাশাপাশি দাখিল নবম শ্রেণী খোলার অনুমতি প্রদানের জন্য পঁচাত্তর শতাংশ জমির শর্তটি শিথিল করে পঁয়ত্রিশ শতাংশ করুন এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনুরূপ এবতেদায়ী শাখায় বিনা মূল্যে পাঠ্য বই সরবরাহের ব্যবস্থা নিন।

মোঃ শামছুল আলম তিবরিজী,
গ্রাম: সিংগুরিয়া,
উপজেলা: বরুড়া,
লা: কুমিল্লা।